দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক

নজরুল ইসলাম বশির

আকর্ষণীয় আমানত ও বিনিয়োগ প্রকল্প চালুর পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক গ্রাহকসেবা প্রদানে গুরুত্বারোপ করেছে শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বা এসজেআইবিএল। শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত এই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার ৯ বছরেই গণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রাহকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবী কর্তৃপক্ষের।

এসজেআইবিএলের প্রধান কার্যালয়ের সূত্রে জানা যায়, আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি শাখায় অন-লাইন ব্যাংকিং চালু, এসএমএস পুশ-পুল সার্ভিস, রয়টার্স, সুইফট, ভিসা স্যুভিনির কার্ড, ভিসা প্রিপেইড ডুয়েল কার্ড, লোকাল ও ইন্টারন্যাশনাল ভিসা প্রি-পেইড কার্ড এবং ভিসা (লোকাল) ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে।

এসজেইবিএলের মুদারাবা সঞ্চয় প্রকল্পসমূহের রয়েছে মাসিক উপার্জন, টাকা দ্বিগুণ ও তিনগুণ বৃদ্ধি, মাসিক আমানত, হজ্জ আমানত, গৃহায়ন আমানত, ক্ষুদ্র ব্যবসা আমানত, ক্যাশ ওয়াকফ আমানত, মিলিয়নিয়ার ও লাখপতি আমানত, বিবাহ সঞ্চয়, মোহর আমানত, শিক্ষা সঞ্চয় ও মুদারাবা স্পেশাল মেয়াদি আমানত প্রকল্প। বিনিয়োগ কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম হলো- মাঝারি উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় একজন উদ্যোক্তাকে সর্বোচ্চ আড়াই কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। সূত্র আরো জানায়, এ ব্যাংকের রয়েছে আরো ২টি এসএমইভিত্তিক বিনিয়োগ প্রকল্প। এগুলো হলো ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প। ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্পে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকার বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। মেয়াদি ও চলতি মূলধন হিসেবে ব্যাংক এ খাতে ঋণ সহায়তা দিয়ে দেশের এসএমই খাতে অবদান রাখতে চায় বলে কর্মকর্তাগণ জানান।

এসজেআইবিএলের বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের মধ্যে সাড়া জাগানো প্রকল্প হলো সাধারণ বাণিজ্যিক বিনিয়োগ কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে মেয়াদি ও চলতি মূলধন যোগান দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণসহ কল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক সেবা প্রদানে ২০০১ সালের ১০ মে এই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালের ১০ মে প্রতিষ্ঠার ৮ বছর অতিক্রম করে বর্তমানে ৯ বছরে পদার্পণ করেছে। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা এ ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য বলে কর্তৃপক্ষ জানায়। শহরাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেই কেবল এই ব্যাংক তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেনি। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গাকরণেও রয়েছে গ্রামীণ বিনিয়োগ কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর আওতায় কৃষিখাতে অর্থায়নসহ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া ওয়ার্ক পারমিট আছে এমন বাংলাদেশী নাগরিকদের বিদেশে চাকরির ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তায় বৈদেশিক চাকরি বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা ঋণ দেয়া হয়। ডক্টর চেম্বার ক্লিনিক ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি কেনার জন্য এই ব্যাংক সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেয়। এছাড়া, বিবাহ, শিক্ষা ও নির্বাহীদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প রয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরত নির্বাহীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়, গৃহ সংস্কার, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, পরিবারের কারো চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তি বা চাকরিজীবীদের ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনের বিয়েতে এই ব্যাংকের বিবাহ বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা ঋণ সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা সহায়তায় এসজেআইবিএলের সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

শহরের সীমিত আয়ের মানুষের পাশেও দাঁড়িয়েছে এই ব্যাংক। হাউজ বিল্ডিং কিংবা কার লোনেরও ব্যবস্থা

রয়েছে এখানে। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর গৃহসামগ্রী ক্রয়েও বিনিয়োগ করছে এসজেআইবিএল। নতুন কিংবা রিকন্ডিশন্ড গাড়ী ক্রয়ে সর্বোচ্চ ৪০ লাখ টাকার ঋণ সহায়তা দিচ্ছে এই ব্যাংক। যারা টাকার অভাবে গাড়ী সিএনজিতে রূপান্তর করতে পারছে না তাদের কথা চিন্তা করে এই ব্যাংক চালু করেছে সিএনজি রূপান্তর বিনিয়োগ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছে।

ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ লব্ধ মুনাফা হতে আনুপাতিক হারে আমানতকারীদের মুনাফা প্রদান করা হয়। বর্তমানে দেশের ৭টি ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে এসজেআইবিএল একটি। ব্যাংকটির সবগুলো আমানত ও বিনিয়োগ প্রকল্প শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত এবং শরীয়াহ্ অনুমোদিত।

ব্যাংক এশিয়ার ভাটিয়ারী শাখার উদ্বোধন

কর্পোরেট ডেস্ক : ক্রমবর্ধমান গ্রাহক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গত ৫ নভেম্বর থেকে ভাটিয়ারী চট্টগ্রামে ব্যাংক এশিয়ার ৩৭ তম শাখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মোস্তফা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহির উদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে এ নতুন শাখার উদ্বোধন করেন। ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইরফানউদ্দিন আহমেদ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম খোরশেদ আলম, জোনাল হেড মোহা. রোশাঙ্গীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক অতিথির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, ব্যাংক এশিয়া ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন আকর্ষণীয় আমানত ও বিনিয়োগ প্রকল্প নিয়ে ব্যাংকিং সেক্টরে এটি বর্তমানে সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিশীল ব্যাংকগুলোর মধ্যে অন্যতম। এসএমই, এসএমএস, এটিএম এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যাংক এশিয়া গ্রাহকদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে সহজ এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা।

ফারইস্ট ইসলামী লাইফের রিজিওনাল কনফারেন্স

ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের উদ্যোগে যশোরের খুলনা রিজিওনাল কনফারেন্স ২০০৯-এ বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি কোম্পানীর বোর্ড চেয়ারম্যান আলহাজ মো. নজরুল ইসলাম। স্থানীয় জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (সিসি) ড. এম মোশাররফ হোসেন এফসিএ-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর ভাইস চেয়ারম্যান ডা. মো. মোকাদ্দেস হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন প্রশাসন (একক) ইভিপি এস এম নুরুজ্জামান ও খুলনা রিজিওনাল ইনচার্জ এসভিপি মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সার্ভিস সেন্টার ইনচার্জ ভিপি মো. মোস্তাফা জামান হামিদী স্বাধীন, খুলনা সার্ভিস সেন্টার ইনচার্জ ভিপি শেখ আব্দুর রশিদ, সার্বজনীন বীমার রিজিওনাল ইনচার্জ জেএএম মো. মোজাম্মেল হোসেন, যশোর সার্ভিস সেন্টার ইনচার্জ (সার্বজনীন) জেএএম মাও এস এম নুরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা সার্ভিস সেন্টার ইনচার্জ জেভিপি মো. ইসমাইল হোসেন, যশোর জোন ইনচার্জ মো. মহিউল ইসলাম, বাহেরহাট জোন ইনচার্জ জেভিপি মো. নাসির উদ্দিন, মাগুরা জোন ইনচার্জ জেভিপি শফিকুল ইসলাম, কালিগঞ্জ জোন ইনচার্জ জেভিপি আব্দুল হামিদ, চুয়াডাঙ্গা জোন ইনচার্জ জেভিপি মিনহাজুর রহমান, কুষ্টিয়া জোন ইনচার্জ এভিপি মুন্সী মো. সেলিম উল্লাহ ও সাতক্ষীরা জোন ইনচার্জ এভিপি নজিবুল্লাহ প্রমুখ। ❑ বিজ্ঞপ্তি